দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ইংরেজির চেয়ে গণিতে ফল খারাপ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এবারের সাধারণ ৮টি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা গণিতে বেশি খারাপ করেছে। আর মাদ্রাসা বোর্ডে খারাপ করেছে সমাজবিজ্ঞান, বাংলা এবং ইতিহাসে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গণিতে পাসের হার কমার ওপরই সার্বিক পাসের হারে এবার প্রভাব ফেলেছে।

৮টি সাধারণ বোর্ডের মধ্যে পাসের হার কম বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে। এ বোর্ডে পাসের হার ৭৯ দশমিক ৪১ শতাংশ। বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ বোর্ডে রসায়নে ৯৮ দশমিক ৯১ শতাংশ, ইংরেজিতে ৯৮ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৫ দশমিক ১৫ শতাংশ পাস করলেও গণিতে পাস করেছে মাত্র ৮৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ। বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, মানবিকের শিক্ষার্থীরা গণিতে খারাপ করেছে। এ কারণে সার্বিক পাসের হার কমেছে। তিনি জানান, এ বোর্ডে মাত্র ২৪ শতাংশ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান পড়ছে। অন্য বোর্ডে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বেশি। তিনি বলেন, গণিতে সৃজনশীল পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

ফল বিশ্লেষণ

ইংরেজির চেয়ে গণিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছিল। শিক্ষার্থীরা হয়তো ভীতির মধ্যে ছিল।

শুধু বরিশাল বোর্ড নয়, সব বোর্ডেই শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক গণিতে খারাপ করেছে। এ বিষয়ে রফিকুল নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, গণিতে এমনতিই ভীতি রয়েছে। এর মধ্যে যদি আবার সৃজনশীলে পরীক্ষা দিতে হয়। তাতে ভীতি তো আরো বাড়বে।

রাজধানীর শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, সৃজনশীল ভীতি কাটলে শিক্ষার্থীরা আরো ভালো করবে। তিনিও মনে করেন, গণিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতি রয়েছে।

এবারও রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার বেশি, এর কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ বোর্ডে গণিতে পাসের হার ৯৭ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ বেশি হওয়ায় এ বোর্ডের সার্বিক পাসের হার বেড়েছে। গণিতে বিভিন্ন বোর্ডের পাসের হার ঢাকা বোর্ডে ৯৩ দশমিক ১০ শতাংশ, রাজশাহী ৯৭ দশমিক ০১ শতাংশ, কুমিল্লা ৯২ দশমিক ১৯ শতাংশ, চট্টগ্রাম ৯৬ দশমিক ৮১ শতাংশ, সিলেট ৮৮ দশমিক ৩১ শতাংশ, দিনাজপুর বোর্ড ৯৫ দশমিক ২৬ শতাংশ।

অন্যদিকে এক বছর আগের মাদ্রাসা বোর্ডের পাসের চিত্র এখন আর নেই। টানা ৫ বছর ধরে পাসের হারের বৃদ্ধির ছন্দপতন এবারই হয়েছে। শুধু তাই নয় ছন্দপতন হয়েছে জিপিএ-৫-এর সংখ্যার ক্ষেত্রেও। জিপিএ-৫-এর সংখ্যাও গতবারের চেয়ে নেমে এসেছে অর্ধেকে।

৮ শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা গতবারের চেয়ে বৃদ্ধি পেলেও মাদ্রাসা বোর্ডের জিপিএ-৫-এর সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসায় সার্বিক জিপিএ-৫-এর সংখ্যা কমেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম সায়েফ উল্লাহ বলেন, শিক্ষার্থীরা সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং বাংলায় খারাপ করেছে। সবচেয়ে বেশি খারাপ করেছে সমাজবিজ্ঞানে। এ কারণে পাসের হারের পাশাপাশি জিপিএ-৫-এর সংখ্যাও কমেছে। এবার মেধাবী শিক্ষার্থীও তুলনামূলক কম ছিল বলে মনে করেন শিক্ষা ক্যাডারের এই কর্মকর্তা। এ ছাড়া শিক্ষক স্বল্পতার কথাও জানান তিনি।

২০০৮ সালে মাদ্রাসা বোর্ডের পাসের হার ৮০ শতাংশের বেশি। অথচ একই বছর এসএসসিতে পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ৮১ শতাংশ। ২০১৪ সালে এসে এসএসসির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। তবে ওই বছর জিপিএ-৫-এর সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ১৩টি। এর পর ২০১৫ সালে ১১ হাজার ৩৩৮ এবং এ বছর ৫ হাজার ৮৯৫টি।